তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ৩৮৪১

**চারদিনের সফরে আসছেন ভুটানের রাজা, ৩ চুক্তির সম্ভাবনা**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ):

স্বাধীন বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দানকারী দেশ ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগুয়েল ওয়াংচুক চারদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে সোমবার ঢাকা পৌঁছচ্ছেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নবগঠিত সরকার দায়িত্বগ্রহণের পর কোনো বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানের প্রথম এ সফরে ভুটানের রাজা বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বঠৈক করবেন। দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি তিনটি চুক্তি স্বাক্ষর ও একটি চুক্তি নবায়নের কথা রয়েছে।

আজ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মিলনায়তনে এই ‘ভিভিআইপি’ সফরের পর্দা উন্মোচন সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এ তথ্য জানান। ভুটান বাংলাদেশের প্রতিবেশী অকৃত্রিম বন্ধুরাষ্ট্র উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ২৫-২৮ মার্চ সফরে ভুটানের রাজা আমাদের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। ভুটানের রানী, পরিবারের সদস্যবৃন্দ, মন্ত্রিগণ ও পদস্থ কর্মকর্তারা রাজার সফরসঙ্গী হচ্ছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, সোমবার সকালে ঢাকায় বিমানবন্দরে রাষ্ট্রীয় অতিথি রাজা ওয়াংচুককে রাষ্ট্রপতি স্বাগত জানানোর পর গার্ড অভ অনার প্রদান করা হবে। এরপর রাজা ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন এবং বঙ্গবন্ধু জাদুঘর পরিদর্শন করবেন। এ দিন দুপুরে প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের কথা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতে স্বাস্থ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, পর্যটন, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কানেক্টিভিটি সমন্বয়, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ট্রানজিট, অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি, ভারতকে সাথে নিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিনিময়ে ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতা, স্বল্পন্নোত হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে উদ্ভূত চ্যালঞ্জেসমূহ মোকাবিলায় সহযোগিতা আলোচনায় প্রাধান্য পাবে জানান ড. হাছান।

এ সময় ভুটানের থিম্পুতে একটি বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট প্রতিষ্ঠা, কুড়িগ্রামে ভুটানের জন্য বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং ভোক্তা সুরক্ষায় প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বিষয়ক তিনটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা চুক্তি পুনঃনবায়নের সম্ভাবনা উল্লেখ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

হাছান মাহমুদ জানান, ভুটানের রাজা ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে ভোরে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি র্অপণ, সকালে শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউিট অভ বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি হাসপাতাল পরিদর্শন, বিকেলে রাষ্ট্রপতির সাথে বঙ্গভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

মন্ত্রী বলেন, ২৭ র্মাচ পদ্মা সেতু এবং নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে স্পেশাল ইকোনমিক জোন পরিদর্শন এবং ২৮ মার্চ কুড়িগ্রামে বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিদর্শন শেষে বিকেলে সোনাহাট স্থলবন্দর দিয়ে রাজা বাংলাদশে ত্যাগ করবেন। নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী রাজাকে বিদায় জানাবেন ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) গার্ড অভ্‌ অনার প্রদান করবে।

ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগুয়েল ওয়াংচুকের বাংলাদেশে আগমন উপলক্ষ্যে ভুটানের জন্য উপহার হিসেবে যা থাকবে সে বিষয়েও আলোকপাত করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান।

আগামী বছর থেকে দেশের সরকারি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে ভুটানের শিক্ষার্থী কোটা ২২ থেকে ৩০ করা, ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ভুটানের অফিসারদের জন্য ২টি আসন বরাদ্দ দান, ভুটানে ফরেন সার্ভিস একাডেমি স্থাপনে কারিগরি সহায়তা দেওয়া, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে ভুটানের কর্মকর্তাদের ৩ বছরব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং সে দেশের সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নে ল্যাপটপ ও ট্যাবসহ ইলেকট্রনিক ডিভাইস উপহার দেবে বাংলাদেশ।

**‘গাজায় গণহত্যা মানব সভ্যতার কলঙ্কজনক অধ্যায়’**

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকরা সম্প্রতি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুক্তরাষ্ট্র উত্থাপিত গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে রাশিয়া ও চীনের ভেটোদানে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ফিলিস্তিনে ৭ অক্টোবরের পর থেকে যেভাবে শিশু, নারী ও সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে সেটি মানব সভ্যতার জন্য একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। এখনই যদি আমরা এটি বন্ধ করতে না পারি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমরা দায়ী হয়ে থাকবো। আমরা প্রতিনিয়িত এ নিয়ে মনোবেদনায় ভুগছি এবং বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় এর প্রতিবাদ অব্যাহত আছে। যুক্তরাষ্ট্রে, কানাডায়, যুক্তরাজ্যে, আয়ারল্যান্ডে, কন্টিনেন্টাল ইউরোপে, অস্ট্রেলিয়ায় প্রতিবাদ চলছে। কারণ মানুষ এই অপরাধের বিরুদ্ধে।

ড. হাছান বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব কিছুটা আশার আলো জাগিয়েছিল, কিন্তু ফিলিস্তিনি প্রতিনিধিদের মতে সেই প্রস্তাবে কিছু ত্রুটি ছিল। রাশিয়া ও চীনের ভেটোদানের কারণ বোধগম্য নয়, কিন্তু আমরা চাই অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি হোক, এই বর্বরতা বন্ধ হোক।

#

আকরাম/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ৩৮৪০

**চতুর্থ পর্বে ১১৮ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর তালিকা প্রকাশ করেছে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ আরো ১১৮ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর তালিকা প্রকাশ করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এ নিয়ে চার ধাপে ৫৬০ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর তালিকা প্রকাশ করা হল।

আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে চতুর্থ ধাপের এ তালিকা প্রকাশ করেন মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী আ. ক .ম মোজাম্মেল হক।

সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী বলেন, চতুর্থ ধাপে ১১৮ জনসহ এখন পর্যন্ত ৫৬০ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে । তবে এটি চূড়ান্ত তালিকা নয়। আগামী ১৪ ডিসেম্বরের আগে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।

মন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের পরাজয় নিশ্চিত জেনে জাতিকে মেধাশূন্য করার হীন উদ্দেশ্যে স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার-আলবদর-আল শামস বাহিনীর সহযোগিতায় ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর ঢাকাসহ সারাদেশে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়। নির্মমভাবে হত্যা করা হয় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। বাংলাদেশ যাতে আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সেটাই ছিল এই হত্যাযজ্ঞের মূল লক্ষ্য। ২৫ মার্চ কালরাত থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময়জুড়েই বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়। তবে বিজয়ের প্রাক্কালে ১৪ ডিসেম্বর এ হত্যাযজ্ঞ ভয়াবহ রূপ নেয়। দেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীদের নির্মম হত্যাকাণ্ড ছিল জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।

তিনি আরো বলেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০২০ সালের ১৯ নভেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে গবেষক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি যাচাই-বাছাই কমিটি গঠন করে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সভাপতি করে গঠিত এ কমিটির সদস্য সংখ্যা ১৩ জন। এছাড়া শহিদ বুদ্ধিজীবীর তালিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি শহিদ বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট এবং শহিদ বুদ্ধিজীবীর তালিকা প্রাথমিকভাবে যাচাই বাছাইয়ের জন্য ৮ সদস্য বিশিষ্ট দুটি উপ-কমিটি গঠন করে।

তিনি বলেন, শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত উপ-কমিটি প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত তালিকা যাচাই-বাছাই করে জাতীয় কমিটির কাছে সুপারিশ সহকারে তালিকা প্রণয়ন করে। জাতীয় কমিটি চূড়ান্তভাবে যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে তালিকা অনুমোদন করে। চার পর্ব মিলিয়ে মোট ৫৬০ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর তালিকা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, মোট ৫৬০ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর মধ্যে সাহিত্যিক ১৮ জন, দার্শনিক ১ জন, বিজ্ঞানী ৩ জন, চিত্রশিল্পী ১ জন, শিক্ষক ১৯৮ জন, গবেষক ১ জন, সাংবাদিক ১৮ জন, আইনজীবী ৫১ জন, চিকিৎসক ১১৩ জন, প্রকৌশলী ৪০ জন, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী ৩৭ জন, রাজনীতিবিদ ২০ জন, সমাজসেবী ২৯ জন, সংস্কৃতিসেবী এবং চলচ্চিত্র, নাটক, সংগীত, শিল্পকলার অন্যান্য শাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ৩০ জন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণায়ের সচিব ইসরাত চৌধুরী সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে কমিটির সদস্যসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

এনায়েত/পাশা/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/২০৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ৩৮৩৯

**সুপেয় পানি সরবরাহই হবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলায় অন্যতম চ্যালেঞ্জ**

**-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ):

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত পৃথিবীর শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে একটি। পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে, সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, লবণাক্ত পানির কারণে জীববৈচিত্র্য এবং কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং সুপেয় পানির উৎসস্থল সংকুচিত হচ্ছে। ভবিষ্যতের বাংলাদেশ সুপেয় পানির সরবরাহ ঠিক রাখাই হবে আমাদের জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

মন্ত্রী আজ ইউনিসেফ আয়োজিত ‘বিশ্ব পানি দিবস-২০২৪’ উপলক্ষ্যে ঢাকার একটি অভিজাত হোটেলে ‘শান্তির জন্য পানি’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মুহম্মদ ইবরাহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সুইডেনের রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডরা বার্গ ভন লিনডে, ইউনিসেফ বাংলাদেশের প্রতিনিধি এমা ব্রিগহাম, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার টিম লিড ড. রাজেন্দ্র বোহরা। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েটের অধ্যাপক ড. তানভীর আহমেদ।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ কিন্তু তারপরও আমাদের গৃহস্থালি, কৃষি, শিল্পসহ নানা ক্ষেত্রে আমাদের মিঠা পানির প্রয়োজন হয়। আমাদের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে তাই ভবিষ্যতে পান করার জন্য পানি সরবরাহ একটি চ্যালেঞ্জ হবে। সেজন্য সরকার এরই মধ্যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টির পানি অর্থাৎ ভূউপরিভাগের পানি সংগ্রহ করে কাজে লাগানোর জন্য উদ্যোগ নিয়েছে।

মোঃ তাজুল ইসলাম এ সময় শিল্প কারখানার বর্জ্য পানি এবং পয়ঃনিষ্কাসনের পানি পরিশোধন করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এই দুই উৎসস্থলের পানি অপরিশোধিত হলে তা আমাদের পরিবেশের ক্ষতি করে এবং সুপেয় পানিকেও তা দূষিত করে।

এদিকে, মন্ত্রী আজ সকালে আগারগাঁও এ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে দু’টি প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি) এবং দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্প (এসসিআরডিপি) নামক প্রকল্প দুটির অর্থায়ন করে বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি জাইকা, এডিবি ও এএফডি।

প্রকল্প দুটির উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিকল্পনা অনুযায়ী টেকসই নগরায়ন, নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করা, দক্ষিণ চট্টগ্রামের জীবন মানের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন ।

এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. মো. শের আলী, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর এডিমন গিনটিং, এএফডি বাংলাদেশের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর সিসিলিয়া কট্রিস, জাইকার বাংলাদেশ প্রধান ইচিগুচি তোমোহিডে।

#

হেমায়েত/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ৩৮৩৮

**আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর সাথে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের বৈঠক**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ):

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রপ্তানি পণ্যের বৈচিত্র্যকরণ, রপ্তানি গন্তব্যের বৈচিত্র্যকরণ এবং রপ্তানি বাজারের বৈচিত্র্যকরণ করার নীতিকে আমরা অনুসরণ করছি। সে কারণেই তৈরি পোশাকের পর আইসিটি খাতকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে ফ্রান্স বিশ্বের অন্যতম নেতৃত্বদানকারী দেশ। ফ্রান্স আমাদের শিক্ষা, প্রযুক্তি, বাণিজ্যিক উন্নয়ন এবং গবেষণার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সহযোগিতা করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় আগারগাঁওস্থ আইসিটি টাওয়ারে তাঁর দপ্তরে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসদুপুঁই এর সাথে বৈঠককালে এসব আগ্রহের কথা জানান। এছাড়া তারা শিক্ষা, প্রযুক্তি, স্টার্টআপ, দক্ষতা উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহাকাশে আমাদের নিজেদের আর্থ অবজারভেটরি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। দেশের সকল তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, কৃষিজ উৎপাদনসহ অন্যান্য নিরাপত্তাসহ সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য নিজস্ব স্যাটেলাইট প্রয়োজন। ইতোমধ্যে ফ্রান্স-বাংলাদেশ স্যাটেলাইট তৈরিতে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। আগামীতে দুই দেশের নীতিগত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হবে বলে প্রতিমন্ত্রী জানান।

পলক বলেন, আগামী ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ-ফ্রান্স যেভাবে একসাথে কাজ করছে সেটা অব্যাহত থাকবে। শিক্ষা, প্রযুক্তি, বাণিজ্যিক উন্নয়ন, গবেষণা, সাইবার সিকিউরিটি এবং স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ-ফ্রান্স একসাথে কাজ করবে।

#

বিপ্লব/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ৩৮৩৭

**সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমেই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে উঠবে**

**---ধর্মমন্ত্রী**

জামালপুর, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।

আজ জামালপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিশেষ জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় মন্ত্রী একথা বলেন।

ধর্মমন্ত্রী বলেন, আমাদের মূল উন্নয়ন দর্শন হলো সোনার বাংলা গড়ে তোলা। এই উন্নয়ন দর্শনের প্রবক্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এটি এমন এক উন্নয়ন দর্শন যেটি সর্বদাই প্রাসঙ্গিক থাকবে। আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রূপকল্প ২০৪১ কিংবা উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি সেটি মূলত সোনার বাংলা গড়ে তোলারই প্রয়াস।

মন্ত্রী আরো বলেন, জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও সাংবাদিকদের আলোচনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট যে প্রস্তাবগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো নিয়ে আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করলে এ জেলার উন্নয়নে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হবে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার পিছনে দেশের আপামর জনসাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল। ভবিষ্যতেও যদি এ সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকে তাহলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত হবে। তিনি বলেন, শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন ছাড়া স্মার্ট সিটিজেন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। আর স্মার্ট সিটিজেন গড়ে তুলতে না পারলে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে উঠবে না। তাই তিনি শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার অনুরোধ জানান।

জেলা প্রশাসক মোঃ শফিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তব্য প্রদান করেন জামালপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য নূর মোহাম্মদ, জামালপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য মির্জা আজম, জামালপুর-৪ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ আব্দুর রশিদ ও জামালপুর-৫ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ আবুল কালাম আজাদ। অন্যান্যের মধ্যে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাড. বাকী বিল্লাহ, পুলিশ সুপার মোঃ কামরুজ্জামান ও জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ বক্তব্য প্রদান করেন।

#

সিদ্দিক/পাশা/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/১৯৪৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৩৮৩৬

**জনসেবাই এ সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য**

**---পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

বরিশাল, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেছেন, এদেশের মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর মাধ্যমে সমাজের অসহায় ও পিছিয়ে পড়া মানুষকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান সরকার জনগণের সরকার, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির সরকার। জনসেবাই এ সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আজ সদর উপজেলায় নিজ বাসভবনে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণের সাথে মতবিনিময়কালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। প্রতি বছর রমজান এলেই মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নিয়ে আতঙ্কে থাকে। এছাড়া ভেজাল ও নিম্নমানের পণ্য নিয়েও আতঙ্কে থাকে। বাংলাদেশ পুলিশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় রাখতে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে। তিনি বলেন, কোনো অবস্থাতেই ভেজাল পণ্য তৈরি বা বাজারজাত করা যাবে না। কেউ করার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সকলের সহযোগিতায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল মহানগর যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ মাহমুদুল হক খান মামুন, মহানগরের ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন, বরিশাল বিএম কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক ভিপি   
মোঃ মঈন তুষারসহ বরিশাল জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মী ও এর সহযোগী অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দরা।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেনানিবাসে ‘সমরাস্ত্র প্রদর্শনী-২০২৪’ এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

#

গিয়াস/পাশা/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/১৯১৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ৩৮৩৫

**স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ এবং ব্রিটেন একসাথে কাজ করবে**

**-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ):

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ ক্যাথেরিন কুকের মধ্যে আজ আগারগাঁওস্থ আইসিটি টাওয়ারে তাঁর দপ্তরে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় বিশেষ করে দুই দেশের মধ্যে অভ্যন্তরীণ, ট্রেড, বিজনেস, কমার্স কীভাবে বাড়ানো যায়, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়া ইনোভেশন ও সাইবার সিকিউরিটি নিয়েও কথা হয়েছে বলে তিনি জানান।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক সম্পর্ক ঐতিহাসিক। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান থেকে দেশে ফেরার সময় লন্ডনে অবস্থান করেন। ওই সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার অ্যাডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে বৈঠক করেন বঙ্গবন্ধু। সেই বৈঠক থেকেই দুই দেশের সম্পর্কের শুভ সূচনা হয়। এটাকে চলমান রাখতে চায় সরকার।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ-ব্রিটেন একসাথে আইটি সেক্টরে বিজনেস বাড়ানো, সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত এবং দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করবে বলেও আলোচনা হয়েছে। একইসাথে ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাথে দেশের তরুণ প্রজন্মের ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ কমিউনিকেটিং স্কিল বাড়ানোর জন্য আলোচনা হয়েছে। যাতে করে আমাদের ফ্রিল্যান্সার, সফটওয়্যার, ইঞ্জিনিয়াররা লাভবান হতে পারে।

যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ ক্যাথেরিন কুক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতের উন্নয়নে প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, অল্প সময়ে বাংলাদেশের আইসিটি খাতসহ বিভিন্ন খাতের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন খাতে আরো এগিয়ে যাবে। সারাহ কুক আগামীদিনে বাংলাদেশ ও ব্রিটেনের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক আরো গভীরতর হওয়ার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রনজিত কুমার, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জি এস এম জাফরউল্লাহ এবং বাংলাদেশ ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রোগ্রামস ডিরেক্টর ডেভিড নক্সসহ দু’দেশের প্রতিনিধিগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

বিপ্লব/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ৩৮৩৪

**রাশিয়া জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বাংলাদেশের** **দক্ষ জনবল নিতে চায়**

**-- প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ):

রাশিয়া জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বাংলাদেশের দক্ষ জনবল নিতে চায় বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী।

আজ ঢাকায় প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রীর অফিস কক্ষে রাশিয়ার লেভাডিয়া শিপইয়ার্ড এর প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎ শেষে প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: রুহুল আমিনসহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। রাশিয়ায় জনবল প্রেরণের মধ্য দিয়ে দুই দেশের সম্পর্ক আরো শক্তিশালী হবে।

শফিকুর রহমান বলেন, রাশিয়া সেদেশের জাহাজ শিল্প, কৃষিসহ নানা ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল নিতে চায়। প্রথম ধাপে ৬০ জন নিতে শ্রমীক চায়। এরপরে পর্যায়ক্রমে তারা আরো দক্ষ শ্রমিক নিবে। শ্রমিকদের থাকা-খাওয়া, ভাষা শেখার বিষয়ে কোম্পানি দেখবে বলে নিশ্চিত করেছে।

#

সৈকত/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৮১০ ঘণ্টা

Handout Number : 3833

**Partnerships between government agencies and international**

**organizations are pivotal in achieving development goals  
 -- Environment Minister**

Dhaka, March 24:

Environment, Forest and Climate Change Minister Saber Hossain Chowdhury said partnerships between government agencies and international organizations are pivotal in achieving sustainable development goals. He said collaborative efforts are greatly important in implementing effective strategies to mitigate the adverse impacts of climate change.

Environment Minister said this in a meeting with Munir M. Miraly, Resident Diplomatic Representative of the Aga Khan Development Network (AKDN), on Sunday at his residence at Paribagh, Dhaka.

During the meeting, Environment minister Saber Chowdhury and Munir M. Miraly discussed a range of issues, including climate actions, and community resilience-building initiatives. Munir M. Miraly reaffirmed the Aga Khan Development Network's dedication to supporting Bangladesh's developmental efforts.

The meeting concluded with a commitment to further strengthen cooperation between the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Aga Khan Development Network. Both parties expressed optimism about the prospects of future collaboration and reiterated their shared commitment to advancing environmental conservation and sustainable development goals in Bangladesh.

#

Dipankar/Pasha/Rafiqul/Salim/2024/18.00 Hrs.

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ৩৮৩২

**কোনো অবস্থাতেই অবৈধ ভিওআইপির সাথে জড়িতদের ছাড় দেওয়া হবে না**

**-- তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী**

টংগী, গাজীপুর, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ):

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, অবৈধ ভয়েস ওভার ইন্টারনেট (ভিওআইপি) কার্যক্রম কোনো অবস্থাতেই চলতে দেওয়া হবে না। বিটিআরসির উদ্যোগে এনটিএমসি’র সহযোগিতায় অভিযান চলছে এবং চলবে। কোনো মোবাইল অপারেটর কিংবা তাদের পরিবেশকরাও যদি এ অপরাধের সাথে যোগসাজস করে থাকে তাদেরকেও ছাড় দেওয়া হবে না।

প্রতিমন্ত্রী আজ গাজীপুর জেলার টংগীতে জব্দকৃত ভিওআইপ কাজে ব্যবহৃত সাড়ে এগার হাজার অবৈধ সিমসহ বিপুল যন্ত্রপাতি পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন।

জুনাইদ আহমেদ পলক সতর্ক উচ্চারণ করে বলেন, অবৈধ ভিওআইপি বন্ধে সরকার বদ্ধপরিকর। অপারেটররা পরিবেশকদের মাধ্যমে যদি সিম বিক্রির ক্ষেত্রে সংযত না হয় তবে এর দায়ভার তাদেরকেই বহন করতে হবে।

এনটিএমসি’র সহযোগিতায় র‌্যাব -১ গতকাল ২৩ মার্চ টংগীতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ ভিওআইপি যন্ত্রপাতি জব্দ করে এবং জড়িতদের আটক করে। জব্দকৃত যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের ১১ হাজার ৫০০টি সিম, ৩টি কম্পিউটার, ২টি ল্যাপটপ, ১টি মিনি পিসি, ৭টি মডেম, ১৫টি রাউটার এবং ৫টি নেটওয়ার্ক হাব।

বিটিআরসি’র চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ, এনটিএমসি’র মহাপরিচালক মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান এবং র‌্যাব -১ এর অধিনায়ক লে. কর্নেল মুহাম্মদ মুসতাক আহমদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

শেফায়েত/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ৩৮৩১

**তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে**

**-- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, তামাক একটি মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং এর ব্যবহার হ্রাস করা জরুরি, তাই এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে। এর ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে তামাকজাত পণ্যের ওপর অতিরিক্ত করারোপ করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে।

আজ ঢাকায় পার্লামেন্ট ক্লাবে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ প্ল্যাটফর্ম আয়োজিত এক বৈঠকে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আমাদের সমাজে তামাকের প্রভাব কমাতে হবে এবং তামাকমুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এ বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরে তিনি বেসরকারি সংস্থাসহ সকল স্তরের জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করেন।

সভায় সংসদ সদস্য এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী, সংসদ সদস্য দীপংকর তালুকদার, সংসদ সদস্য তানভীর শাকিল জয় জয়সহ বিশেষজ্ঞ এবং সংগঠনটির প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সকলে তামাক নিয়ন্ত্রণের ওপর তাদের মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন।

#

দীপংকর/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ৩৮৩০

**সমবায় ব্যাংককে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পরিণত করা হবে**

**-- সমবায় প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ):

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ বলেছেন, সমবায় ব্যাংককে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পরিণত করতে হবে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে প্রতিষ্ঠানের আধুনিকায়ন গুরুত্বপূর্ণ ।

আজ রাজধানীর মতিঝিলে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের সম্মেলন কক্ষে ব্যাংকের কার্যক্রম অবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সমবায় ব্যাংককে বর্তমান সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। সমবায়ভিত্তিক ব্যাংকে সমবায়ীদের উন্নয়নেই কাজ করবে। ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রত্যেকেকে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। তিনি বলেন, সমবায়ের উন্নয়নে সমবায় ব্যাংককে শক্তিশালী করতে হবে। সমবায় এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংককে একযোগে কাজ করতে হবে। সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে সফলতা আসবেই।

আব্দুল ওয়াদুদ বলেন, কর্মে নিষ্ঠা ও সততা থাকলে অবশ্যই ঘুরে দাড়াবে প্রতিষ্ঠানটি। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সবাইকে একনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। নিজের কর্ম, বিবেক দিয়ে পরর্বতী প্রজন্মের জন্য একটি সমৃদ্ধ দেশ গড়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের অন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ড. হুমায়রা সুলতানার সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিনিয়র সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম ও সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মোঃ শরিফুল ইসলাম। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায় ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

হাবীব/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ৩৮২৯

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৬ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। এ সময় ৩৬১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

          গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৯৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৬ হাজার ৬৩২ জন।

#

দাউদ/পাশা/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/১৬১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮২৮

**সমরাস্ত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করবে বাংলাদেশ বেতার**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

আগামী ২৫ মার্চ সোমবার, সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে জাতীয় প্যারেড স্কয়ার ঢাকায় রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সমরাস্ত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন করবেন।

উক্ত অনুষ্ঠান বাংলাদেশ বেতার মধ্যম তরঙ্গ ৬৩০ কিলোহার্জ, এফ.এম ১০২.০ মেগাহার্জ এবং ওয়েবসাইট www.betar.gov.bd ও মোবাইল অ্যাপ: Bangladesh Betar থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

আজ বাংলাদেশ বেতারের এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

#

আবদুল হক/পাশা/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/১৬২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ৩৮২৭

**সারা দেশে বর্ণাঢ্য আয়োজনে পালিত হলো ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ):

সারা দেশে বর্ণাঢ্য আয়োজনে পালিত হলো ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আজ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয় মিলনায়তনে ‘ইসলামের প্রচার প্রসারে বঙ্গবন্ধুর অবদান’ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মহাঃ বশিরুল আলম।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব (অঃ দাঃ) আবু সাঈদ। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে মোট ৫৬৪ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ নজিবুর রহমান ও মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের পরিচালক এ এস এম শফিউল আলম তালুকদার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিচালক মোঃ হাবেজ আহমেদ। অন্যান্যের মধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক মোহাম্মদ মহীউদ্দিন মজুমদার, মোঃ আনিছুর রহমান সরকার, মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ এবং সিনিয়র ক্যাটালগার মোঃ আবদুল মবিন মিয়া বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের পরিচালক, উপ-পরিচালক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সহকারী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম।

অনুষ্ঠান শেষে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক ড. মোঃ হারুনুর রশীদ। এ সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রয়াত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। অন্যদিকে আজ সকালে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে (ধানমন্ডি ৩২ নম্বর) পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এছাড়া আজ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিটি জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়, উদ্বোধনকৃত ৩০০ টি মডেল মসজিদ, চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা শাহে জামে মসজিদ, জমিয়তুল ফালাহ জামে মসজিদ ও রাজশাহীর হেতেম খাঁ মসজিদে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

#

শায়লা/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ৩৮২৬

**শিল্প মন্ত্রণালয়ের মার্চ মাসের এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ):

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মার্চ মাসের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সভা আজ রাজধানীর মতিঝিলে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের সভাপতিত্বে সভা সঞ্চালনা করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা।

সভায় জানানো হয়, প্রকল্পগুলোর ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পভিত্তিক আর্থিক বরাদ্দের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৩১ দশমিক ৫৯ শতাংশ যা জাতীয় অগ্রগতির (৩১ দশমিক ১৭ শতাংশ) চেয়ে সামান্য বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন তিনটি কারিগরিসহ ২৬টি প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দ ২ হাজার ৮২৩ কোটি ১২ লাখ টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে জিওবি খাতে ২ হাজার ২০২ কোটি ৩৪ লাখ টাকা, প্রকল্প সাহায্য ৮ কোটি ২২ লাখ টাকা ও স্ব-অর্থায়ন ৬১২ কোটি ৫৬ লাখ টাকা।

সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের চলতি অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, মাসভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংস্থাপ্রধান ও প্রকল্প পরিচালকগণ নিজ নিজ প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও সর্বশেষ অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন।

মন্ত্রী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গুণগতমান বজায় রেখে দ্রুত প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি শতভাগ নিশ্চিত এবং যথাসময়ে কাজ শেষ করতে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি এক্ষেত্রে নিবিড় মনিটরিং ও টিমওয়ার্কের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রকল্প পরিচালকগণ প্রকল্পগুলোর কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নতুন প্রকল্পগুলোর ফিজিবিলিটি স্টাডি দ্রুত সম্পন্ন করতে নির্দেশনা প্রদান করেন এবং এডিপি পর্যালোচনা সভায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে অনুরোধ করেন।

সভায় বিসিআইসি, বিসিক, বিএসইসি, বিএসটিআই, বিএসএফআইসি, বিটাক, এনপিও, বিআইএম-সহ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থাপ্রধানগণ স্বশরীরে এবং প্রকল্প পরিচালকগণ অনলাইনে যুক্ত ছিলেন।

#

ফয়সল/পাশা/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৫৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ৩৮২৫

**ভার্চুয়ালি ৭টি ফ্লাইওভার যানবাহন চলাচলের জন্য**

**উন্মুক্ত করলেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ):

ঈদকে সামনে রেখে এয়ারপোর্ট থেকে গাজীপুর পর্যন্ত বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্পের ৭টি ফ্লাইওভার যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্তকরণ দেশবাসীর জন্য প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার ঈদ উপহার বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ৭টি ফ্লাইওভার ভার্চুয়ালি উন্মুক্তকরণ অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের একথা জানান।

এবারের ঈদ যাত্রা স্বস্তিদায়ক হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে মন্ত্রী আরো জানান, আজ থেকে ৭টি ফ্লাইওভার-৩২৩ মিটার এয়ারপোর্ট ফ্লাইওভার (বাম পার্শ্ব), ৩২৩ মিটার এয়ারপোর্ট ফ্লাইওভার (ডান পার্শ্ব), ১৮০ মিটার জসীমউদ্দিন ফ্লাইওভার, ১৬৫ মিটার ইউ-টার্ন-১ গাজীপুরা ফ্লাইওভার, ১৬৫ মিটার ইউ-টার্ন-২ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ফ্লাইওভার, ২৪০ মিটার ভোগড়া ফ্লাইওভার এবং গাজীপুরের চৌরাস্তায় ৫৬৮মিটার ফ্লাইওভার যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হলো।

উল্লেখ্য, ৪ হাজার ২ শত ৬৮ কোটি ৩২ লাখ টাকা ব্যয়ে ২০ দশমিক ৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) প্রকল্পের আওতায় ৪ দশমিক ৫ কিলোমিটার এলিভেটেডসহ মোট ২০ দশমিক ৫০ কিলোমিটার বিআরটি করিডোর, ৮টি ফ্লাইওভার, ২৫টি বিআরটি স্টেশন, ১৫টি ফুটওভার ব্রিজ, ২৪ দশমিক ৪২ কিলোমিটার ড্রেন, ৩২ কিলোমিটার ফুটপাথ, গাজীপুরে ১টি বাস ডিপো নির্মাণ ও ৩৪ কিলোমিটার ফিডার সড়ক উন্নয়ন করা হচ্ছে।

এ সময় ঢাকা প্রান্তে মন্ত্রাণালয়ের সভাকক্ষে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী, সেতু বিভাগের সচিব মোঃ মনজুর হোসেন এবং গাজীপুরের ভোগড়া প্রান্তে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ মঈনুল হাসান, ঢাকা বিআরটি কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মনিরুজ্জামান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকল্প পরিচালক এএসএম ইলিয়াস শাহসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

ওয়ালিদ/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৫৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮২৪

**গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রীর সাথে ফরাসি রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১০ চৈত্র **(**২৪ মার্চ**) :**

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীর সাথে আজ মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসদুপুই সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাতকালে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা, নির্মাণখাতে সবুজায়ন ও পরিবেশ সুরক্ষাসহ এ সংক্রান্ত বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় ফরাসি রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য, গত ৭-৮ মার্চ ২০২৪ তারিখ ফ্রান্সের প্যারিসে ৭০টি দেশের চৌদ্দশ প্রতিনিধি ‘বিল্ডিং এন্ড গ্লোবাল ফোরাম ২০২৪’ এ মিলিত হন। ফোরামে ফ্রান্স সরকারের আমন্ত্রণে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। ফোরামে কপ- ২৮ সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ৯ দফা সিদ্ধান্ত সম্বলিত Declaration de Chaillot গৃহীত হয়।

#

রেজাউল/ফাতেমা/পবন/আলী/শামীম/২০২৪/১৫০৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮২৩

**কুরআনের হাফেজদের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হচ্ছে**

**-ধর্মমন্ত্রী**

জামালপুর, ১০ চৈত্র **(**২৪ মার্চ**) :**

ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, কুরআনের হাফেজদের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হচ্ছে।

মন্ত্রী আজ জামালপুরের ইসলামপুরে ফরিদুল হক খান দুলাল অডিটোরিয়ামে আরটিভি আলোকিত কুরআন ২০২৪ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হাফেজ ইসমাইল হোসেনের সংবর্ধনা ও আলেম-ওলামাদের সাথে মতবিনিময় সভায় একথা বলেন।

ধর্মমন্ত্রী বলেন, প্রতিবছরই বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহ যেমন সৌদি আরব, দুবাই, গাম্বিয়া, ইরান, মিশর, জর্ডান, তুরস্ক, আলজেরিয়া, পাকিস্তান, মালদ্বীপসহ বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হিফজ, কিরাত, তাফসীর ও ইমাম মুবাল্লিগ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানসহ বিভিন্ন স্তরে এদেশের প্রতিযোগীরা পুরস্কার অর্জন করছে। ১৯৯৪ সাল হতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এরূপ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ১৯০ জনের অধিক প্রতিযোগী আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে। হাফেজদের এই অর্জন আমাদের দেশের জন্য অত্যন্ত গৌরবের।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত আলেম-ওলামা ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে ধর্মমন্ত্রী বলেন, হাফেজ ইসমাঈল হোসেনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্য হলো ইসলামপুরের ইসমাঈলের মতো অনেক কুরআনের হাফেজ সারাদেশে গড়ে তুলতে হবে। যারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

ধর্মমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আলেম-ওলামাদের অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন এবং দেশের স্বার্থে তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করেন। আমরা চাই এমন একটি দেশ যেখানে দুর্নীতি, মজুতদারি, কালোবাজারি, মুনাফাখোর, মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থাকবে না। এজন্য আপনাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। মানুষকে ধর্মের বিধিবিধান সম্পর্কে বোঝাতে ও জানাতে হবে। দেশ ভালো থাকলে আমরা সবাই ভালো থাকবো।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় অন্যানের মধ্যে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এস এম জামাল আব্দুন নাছের, ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল খালেক আখন্দ, জামালপুর আইন কলেজের অধ্যক্ষ অ্যাড. আব্দুস ছালাম, ইসলামপুর এম এ সামাদ পারভেজ মেমোরিয়াল ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ জামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী চার্লেস প্রমূখ বক্তৃতা করেন।

পরে মন্ত্রী আরটিভি আলোকিত কুরআন ২০২৪ এর চ্যাম্পিয়ন হাফেজ ইসমাইল হোসেনের হাতে নগদ অর্থ ও ক্রেস্ট তুলে দেন।

#

সিদ্দীক/ফাতেমা/পবন/আলী/শামীম/২০২৪/১২৫৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮২২

টেলিভিশন চ্যানেলে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ):

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূলবার্তা :**

আগামী ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণকালে স্মৃতিসৌধের ফুলের বাগানের কোনোরূপ ক্ষতিসাধন না করার জন্য সর্বসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

#

আমজাদ/ফাতেমা/কলি/আসমা/২০২৪/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮২১

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

**জাতীয় স্মৃতিসৌধের ফুলের বাগানের ক্ষতিসাধন না করার আহ্বান**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

আগামী ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণকালে স্মৃতিসৌধের ফুলের বাগানের কোনোরূপ ক্ষতিসাধন না করার জন্য সর্বসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

#

আমজাদ/ফাতেমা/কলি/আসমা/২০২৪/১১৩০ ঘণ্টা

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 3820

**Prime Minister’s Message on the occasion of the Genocide Day**

Dhaka, 24 March :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following Message on the occasion of the Genocide Day :

“Today, 25 March is Genocide Day. On 25 March 1971, Pakistan Military carried out the most barbaric crackdown in Bangladesh. I remember with a heavy heart all the martyrs who sacrificed their lives on that most terrible night, swearing on their fresh blood the brave Bengalis spirited to take up arms and fight for independence.

The greatest Bengali of all time, Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, sacrificed his whole life liberating the Bengali nation shackled for thousands of years. He was first arrested and imprisoned on 11 March 1948 while protesting to protect the dignity of the Bengali language. Since then, he led all the movements, including the language movement of '52, the twenty-one point of '54, the anti-Ayub movement of '62, the six points of '66, and the mass upsurge of '69 with great foresight. After the mass uprising, on 5 December 1969, on the death anniversary of Huseyn Shaheed Suhrawardy, he declared, 'From now on, the name of this eastern part of Pakistan will be Bangladesh only, instead of East Pakistan.' He left the Minister's portfolio, organized and strengthened the party, and prepared the nation for independence. The Awami League, led by the Father of the Nation, won a single majority in the National Assembly in the '70 elections. However, the Pak military junta started delaying the transfer of power. By procrastinating in the name of the meeting, they launched a secret conspiracy to kill the unarmed Bengalis. Bangabandhu Sheikh Mujib called for a non-cooperation movement from 2 March; in his historic speech on 7 March clearly outlined the goal of overcoming the long 23-year misruling and exploitation and called for compliance with the 35-point directive from 15 March. Bangabandhu Sheikh Mujib's instructions were followed verbatim throughout East Bengal. Not only that, Bangladesh's administrative, political, and economic activities were being carried out as he prescribed. Yahya's rule became utterly obsolete. Yahya-Bhutto repeatedly offered to compromise. But the undisputed leader of Bangladesh gave up the lure of power and remains steadfast for the freedom-loving people of this country. On 23 March, Pakistan Day, the flag emblazoned with the map of Bangladesh was hoisted all over the country.

On the evening of 25 March, Yahya left Dhaka secretly during the non-cooperation movement. At midnight, Pakistani troops launched 'Operation Search Light' with armored tanks and started killing unarmed Bengalis. Dhaka University, Pilkhana, and Rajarbag were attacked, and students, teachers, Bengali police, and military personnel were killed. Bangabandhu Sheikh Mujib was arrested in the early hours of March 26. Immediately before, the Father of the Nation wrote the final declaration of independence-'This may be my last message, from today Bangladesh is independent. ---your fight must go until final victory is achieved.'- which was first broadcast on EPR's wireless and then spread across the country through leaders and activists of the Awami League and Chhatra League. The Pakistanis tortured Bangabandhu Sheikh Mujib by imprisoning him in Mianwali prison in Pakistan and tried to kill him. On 13 June, Anthony Mascarenhas, a Pakistani journalist, published a detailed article on the front page of The Sunday Times in the United Kingdom, entitled 'GENOCIDE,' based on a realistic picture of the Pakistanis' brutality against Bengalis that accelerated the creation of world voice in favor of Bangladesh. Three million people were martyred in 9 months of armed war, two hundred thousand mothers and sisters lost their dignity, and the whole country went under the rubble. Finally, with the victory on 16 December, the independent sovereign Bangladesh was established.

-2-

President Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Father of the Bengali nation, was released from solitary confinement in Pakistan, returned to his beloved independent motherland on 10 January 1972, and devoted himself to rebuilding the war-torn country. With the help of the allies, though there was an empty treasury, he rehabilitated the displaced people, restored and developed the infrastructure, and put the production sector and the economy on a solid foundation. In just three and a half years, the UN recognized the country as a Least Developed Country. But our misfortune, the defeated anti-independence clique of '71, continues to conspire against him. On another devastating night on 15 August 1975, the incumbent President, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, was martyred by brutal bullets along with his family members. The murderous Mostaq-Zia and their successors illegally seized power and established a dictatorship in the country. The BNP tarnished the proud history of the Bengali nation by placing the perpetrators of the infernal massacre on 25 March, criminals against humanity and war criminals, and murderers of the Father of the Nation in the National Parliament and hoisting the flag of independent Bangladesh in their cars.

Awami League formed the government after being elected by popular mandate in 1996 after a long 21-year struggle. On 5 October 1998, we accessed the United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. In 1997, we proposed a resolution on the Culture of Peace at the UN General Assembly, adopted in 1999. Accordingly, the United Nations declared 2000 the 'International Year for the Culture of Peace' and 2001-2010 as the 'International Decade for a Culture of Peace and Non-Violence.' We have been working tirelessly for more than fifteen years since 2008 to transform the fate of the people with their unwavering support in all elections. In the meantime, we tried the perpetrators of crimes against humanity and war criminals by establishing the International Crimes Tribunal. We ensured the people's right to vote through the Fifteenth Amendment to the Constitution, which also barred the illegal seizure of power. A book titled 'The Blood Telegram: Nixon, Kissinger, and a Forgotten Genocide' was published in 2013, where the brutality of genocide carried out by Pakistanis in Bangladesh was described as reported by Mr. Archer K. Blood, the Consul General in Dhaka from the US State Department. We have recognized 25 March as 'Genocide Day.' We sheltered more than 1.1 million displaced Rohingya people who escaped with their lives from genocide in neighboring Myanmar. We raised our voices against genocide orchestrated in any corner of the world. We are working on the principle of 'Zero Tolerance' to eradicate militancy and terrorism. We have already made Bangladesh a developing country. Bangladesh in 2041 will be 'Smart Bangladesh.' We framed the 'Bangladesh Delta Plan-2100' and implemented it. Future generations will be able to implement this plan with the amendment of their need.

We do not want war and conflict; killing men, women, and children has dipped us in solemn grief. We believe in peace. If sustainable peace prevails, the country's overall development accelerates. We follow Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's peace philosophy when running the country. I appeal to the people of our country and the world to build a society based on equality and free from discrimination and sectarianism.

I wish all the programs on 'Genocide Day' a great success.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever.”

#

Sarwer/Fatema/Paban/Sajjad/Ali/Shamim/2024/1414 hours

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮১৯

**গণহত্যা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৫ মার্চ ‘গণহত্যা দিবস' উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ২৫ মার্চ ‘গণহত্যা দিবস'। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে বিশ্বের বর্বরতম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ করি সেই কালরাতে আত্মোৎসর্গকারী সকল শহিদদের, যাদের তাজা রক্তের শপথ বীর বাঙালিদের অস্ত্রধারণ করে স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছর ধরে শৃঙ্খলিত বাঙালি জাতিকে মুক্ত করার প্রয়াসে সারা জীবন ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তিনি বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ প্রথম গ্রেফতার হন এবং কারাবরণ করেন। সেই থেকে '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ’৫৪-এর একুশ দফা, ’৬২-এর আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ’৬৬-এর ছয় দফা, ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানসহ সকল আন্দোলন সংগ্রামে অত্যন্ত দূরদর্শীতার সঙ্গে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। তিনি ১৯৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে ঘোষণা করেছিলেন, ‘আজ হতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় এদেশটির নাম হবে পূর্ব-পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র বাংলাদেশ।’ তিনি মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দলকে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করেছিলেন এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পুরো জাতিকে প্রস্তুত করেছিলেন। জাতির পিতার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ’৭০-এর নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু, পাক-সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তরে নানা টালবাহানা শুরু করে। বৈঠকের মাধ্যমে সময় ক্ষেপণ করে নিরস্ত্র বাঙালি নিধনের উদ্দেশ্যে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ২রা মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন; ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে দীর্ঘ ২৩ বছরের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রদান করেন এবং ১৫ই মার্চ থেকে ৩৫ দফা নির্দেশনা পালনের আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশ সারা পূর্ব-বাংলায় অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের সকল প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তাঁর আদিষ্ট পথেই পরিচালিত হতে থাকে। বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার শাসন সম্পূর্ণ অচল হয়ে যায়। ইয়াহিয়া-ভুট্টো বারবার সমঝোতার প্রস্তাব দিতে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করে এদেশের মুক্তিকামী মানুষের পক্ষে অটল থাকেন। ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে সারাদেশে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করা হয়।

২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যেই ইয়াহিয়া গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। মধ্য রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক নিয়ে ‘অপারেশন সার্চ লাইট’ পরিচালনা করে ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালিদের হত্যা করতে শুরু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা এবং রাজারবাগে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে ছাত্র-শিক্ষক, বাঙালি পুলিশ ও সামরিক সদস্যদের হত্যা করতে থাকে। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে। এর অব্যবহিত পূর্বেই জাতির পিতা স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা বার্তা লিখে যান- ‘ইহাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। ---চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।’-যা প্রথমে ইপিআর এর ওয়্যারলেস মাধ্যমে প্রচারিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের মাধ্যমে এই বার্তা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানিরা বন্দী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব-এর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়; এমনকি তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করে। ১৩ই জুন পাকিস্তানি সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাস যুক্তরাজ্যের 'The Sunday Times' পত্রিকার প্রথম পাতায় 'GENOCIDE' শিরোনামে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানিদের নির্মম বর্বরতার বাস্তবচিত্র নির্ভর একটি বিস্তারিত নিবন্ধ প্রকাশ করলে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টি ত্বরান্বিত হয়। দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র যুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষ শহিদ হয়, ২ লাখ মা-বোন সম্ভ্রম হারায় এবং গোটা দেশ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

-২-

বাঙালি জাতির পিতা, রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের নির্জন কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় স্বাধীন মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। শূন্য হাতে বন্ধুরাষ্ট্রগুলোর সহায়তা নিয়ে ছিন্নমূল মানুষকে পুনর্বাসন করেন, অবকাঠামো পুনঃস্থাপন ও উন্নয়ন করেন, এবং উৎপাদন খাত ও অর্থনীতিকে একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করান। মাত্র সাড়ে তিন বছরেই জাতিসংঘ বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, ’৭১-এর পরাজিত স্বাধীনতা বিরোধী চক্র তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। ’৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট আরেক কালরাতে ঘাতকদের নির্মম বুলেটের আঘাতে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে শাহাদাতবরণ করেন। খুনি মোস্তাক-জিয়া ও তাদের উত্তরসূরিরা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে দেশে স্বৈরশাসন কায়েম করে। বিএনপি ২৫শে মার্চে নারকীয় হত্যাযজ্ঞের কুশীলব, মানবতা বিরোধী অপরাধী ও যুদ্ধাপরাধী এবং জাতির পিতার খুনিদের মহান সংসদে বসিয়ে এবং তাদের গাড়িতে স্বাধীন বাংলাদেশের পবিত্র পতাকা তুলে দিয়ে বাঙালি জাতির গর্বিত ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে।

দীর্ঘ ২১ বছর আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ জনগণের বিপুল ভোটে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। ১৯৯৮ সালের ৫ই অক্টোবর আমরা জাতিসংঘের গণহত্যা বিরোধী কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করি। ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে শান্তির সংস্কৃতির ওপর রেজুল্যুশন গ্রহণের প্রস্তাব করি, যা ১৯৯৯ সালে গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী জাতিসংঘ ২০০০ সালকে ‘আন্তর্জাতিক শান্তির সংস্কৃতির বর্ষ’ এবং ২০০১-২০১০ সময়কে ‘শান্তির সংস্কৃতি এবং অহিংস দশক’ ঘোষণা করে। আমরা ২০০৮ সাল থেকে সবকটি নির্বাচনে জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে গত ১৫ বছরের বেশি সময় একটানা তাঁদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কাজ করছি। এরই মধ্যে আমরা ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছি। সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছি, ফলে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ হয়েছে। ২০১৩ সালে প্রকাশিত ‘The Blood Telegram : Nixon, Kissinger, and a Forgotten Genocide’ -শীর্ষক গ্রন্থে তৎকালীন ঢাকাস্থ আমেরিকার কনসাল জেনারেল আর্চার কে ব্লাড-এর স্টেট ডিপার্টমেন্টে লেখা নিয়মিত প্রতিবেদনেও বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের পরিচালিত বর্বরতম গণহত্যার ভয়াল চিত্র উঠে এসেছে। আমরা ২৫শে মার্চকে ‘গণহত্যা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছি। প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারে গণহত্যা এড়াতে ভীত-সন্ত্রস্ত ১১ লাখের বেশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিয়েছি। বিশ্বের যেকোন স্থানে সংঘটিত গণহত্যার প্রতিবাদ জানিয়েছি। আমরা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে কাজ করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করেছি। ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’। আমরা ‘বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০’ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছি; ভবিষ্যত প্রজন্ম এই পরিকল্পনাকে সময়োপযোগী করে বাস্তবায়ন করতে পারবে।

আমরা যুদ্ধ ও সংঘাত চাই না, নর-নারী-শিশু হত্যা আমাদের তীব্রভাবে ব্যথিত করে। আমরা যুদ্ধ চাই না। আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি। টেকসই শান্তি বিরাজমান থাকলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শান্তির নীতি অনুসরণ করি। সকল প্রকার বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে আমি দেশবাসীসহ বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানাই।

আমি ‘গণহত্যা দিবস’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/ফাতেমা/পবন/সুবর্ণা/কলি/শামীম/২০২৪/১৩৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮১৮

**গণহত্যা দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ২৫ মার্চগণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ভয়াল ২৫ মার্চ, গণহত্যা দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকাসহ সারাদেশে ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড চালায়। বাঙালির মুক্তি আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে কাপুরুষের দল সেদিন নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত বাঙালির ওপর নির্বিচারে হামলা চালায়। এ গণহত্যায় শহিদ হন ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন বাহিনী, বিশেষ করে পুলিশ ও তৎকালীন ইপিআর সদস্যসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার অগণিত মানুষ। এ দিনটিকে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। দিবসটি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ত্রিশ লাখ বাঙালির আত্মত্যাগের মহান স্বীকৃতির পাশাপাশি তৎকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম গণহত্যার বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদের প্রতীক।

আজকের এ দিনে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় দীর্ঘ ন’মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি ২৫ মার্চ কালরাতের নৃশংস হত্যাকাণ্ডসহ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নির্মম গণহত্যার শিকার সকল শহিদকে। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি জাতীয় চার নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক-সমর্থকসহ দেশের জনগণকে, যাঁদের অসামান্য অবদান ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি প্রিয় স্বাধীনতা।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর তৎকালীন অবিভক্ত পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সে নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সরকার গঠনে আহ্বান জানানোর পরিবর্তে তৎকালীন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী সেই নির্বাচনে বিজয়ী শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনায় বসলেও বাঙালি জাতিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে পর্দার অন্তরালে গণহত্যার পরিকল্পনা করতে থাকে, যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয় বালুচিস্তানের কসাই খ্যাত জেনারেল টিক্কা খানকে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তৎকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নামে অভিযানটি পরিচালনার মাধ্যমে তারা স্বাধীনতাকামী ছাত্রজনতার প্রতিরোধকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। এর ব্যাপ্তি ছিলো ঢাকাসহ সারাদেশ। হায়েনার দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স, পিলখানাসহ (বর্তমানে বিজিবি সদর দপ্তর) যশোর, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সৈয়দপুর, কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রামে একযোগে গণহত্যা চালায়। বিশ্বের সকল গণমাধ্যমেই গুরুত্বের সাথে স্থান পায় এ গণহত্যার খবর। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার আগেই তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান, যার পথ ধরে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধকালীন ন’মাসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হন ত্রিশ লাখ মানুষ এবং নির্যাতিত হন দুই লাখ মা-বোন। হত্যা-নিপীড়নের ভয়াবহতায় এক কোটি বাঙালি আশ্রয় নিয়েছিল প্রতিবেশী দেশ ভারতে। একাত্তরের বীভৎস গণহত্যা শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বমানবতার ইতিহাসেও একটি কালো অধ্যায়। এমন গণহত্যা আর কোথাও যাতে না ঘটে, গণহত্যা দিবস পালনের মাধ্যমে সে দাবিই বিশ্বব্যাপী প্রতিফলিত হবে। আমি ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের যে সকল দেশে এখনো গণহত্যা হচ্ছে তার নিন্দা জানাই। বিশ্বব্যাপী গণহত্যা বন্ধে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই।

মুক্তিযুদ্ধের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশ আজ এগিয়ে চলেছে উন্নতি আর সমৃদ্ধির পথে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশকে ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘রূপকল্প ২০৪১’ ঘোষণা করেছেন। এ লক্ষ্য অর্জনে আমি দলমত নির্বিশেষে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কার্যকর অবদান রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করার মধ্য দিয়েই আমরা একাত্তরের গণহত্যায় জীবনদানকারী প্রতিটি প্রাণের প্রতি জানাতে পারি আমাদের চিরন্তন শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আমি গণহত্যা দিবসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাই।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/ফাতেমা/পবন/কলি/আলী/আসমা/২০২৪/১২৪০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৮১৭

**বরিশালে পারিবারিক সাশ্রয়ী বাজার উদ্বোধন করলেন পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

বরিশাল, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ):

পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেছেন, অসাধু ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটের কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। জনগণের সুবিধার কথা চিন্তা করেই স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতায় পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে বরিশালে পারিবারিক সাশ্রয়ী বাজার খোলা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ বাজারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী গতকাল বরিশাল সদরের বিভিন্ন এলাকায় সাশ্রয়ী বাজার উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন।

পরে নগরীর ৬ নং ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগ নেতা শেখ আনোয়ার হোসেন ছালেকের মায়ের এবং কেন্দ্রীয় যুবলীগের সদস্য ও বরিশাল মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অসীম দেওয়ানের পিতার মৃত্যুতে তাদের বাসভবনে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

এসময় বরিশাল জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

গিয়াস/ফাতেমা/আলী/শামীম/২০২৪/১১১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮১৬

**মহান স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় কর্মসূচি**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ):

আগামী ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

এদিন ঢাকাসহ সারাদেশে প্রত্যুষে একত্রিশবার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসটির সূচনা করা হবে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন। এরপর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর নেতৃত্বে উপস্থিত বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও বীর মুক্তিযোদ্ধারা পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন। বিদেশি কূটনীতিকবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনসহ সর্বস্তরের জনগণ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন।

দিবসটিতে সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবনে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা এবং ঢাকা শহরে সহজে দৃশ্যমান ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও স্থাপনাসমূহ আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হবে। তবে ২৫ মার্চ গণহত্যার কালরাতে আলোকসজ্জা করা যাবে না।

ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ জাতীয় পতাকা ও অন্যান্য পতাকায় সজ্জিত করা হবে। ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিভিন্ন বাহিনীর বাদকদল বাদ্য বাজাবেন। এদিন সরকারি ছুটি। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বাণী প্রদান করবেন। দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে এদিন সংবাদপত্রসমূহ বিশেষ ক্রোড়পত্র, নিবন্ধ ও সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশ করবে। ইলেকট্রনিক মিডিয়াসমূহ মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করছে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমিসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিশুদের চিত্রাঙ্কন, রচনা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করবে।

এছাড়া মহানগর, জেলা ও উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও উপাসনার আয়োজন করা হবে। দেশের সকল হাসপাতাল, জেলখানা, শিশু পরিবার, বৃদ্ধাশ্রম, ভবঘুরে প্রতিষ্ঠান ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রসমূহে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হবে।

দেশের সকল শিশুপার্ক ও জাদুঘরসমূহ বিনা টিকিটে উন্মুক্ত রাখা হবে। চট্টগ্রাম, খুলনা, মোংলা ও পায়রা বন্দর এবং ঢাকার সদরঘাট, নারায়ণগঞ্জের পাগলা, বরিশাল ও চাঁদপুর বিআইডব্লিউটিএ ঘাটে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের জাহাজসমূহ ঐদিন সকাল ৯ টা হতে দুপুর ২ টা পর্যন্ত জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসেও দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে অনুরূপ কর্মসূচি পালন করা হবে।

সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে।

#

এনায়েত/ফাতেমা/সুবর্ণা/আলী/আসমা/২০২৪/১১৩০ ঘণ্টা